



20219 - নামাযে ইমামত করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি কে?

প্রশ্ন

নামাযে ইমামত করার সবচেয়ে উপযুক্ত কে? উত্তরে কুরআন-হাদীসের দলীল থাকলে খুবই ভালো হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: যাকিরি করার সময় কি 'ইল্লাল্লাহ' যাকিরি করা যাবে? এই যাকিরিরে অর্থ কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইমামতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন— যিনি নামাযের বধি-বিধান জানেন এবং যার কুরআন মুখস্থ আছে। আবু মাসউদ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে শ্রেষ্ট সবে কওমেরে (সম্প্রদায়েরে) ইমামত করবে। যদি সবাই কুরআন পাঠে সমপর্যায়েরে হয় তাহলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পন্নকে অধিক জ্ঞানী সবে ইমামত করবে।”[হাদীসটি মুসলিমি (১৫৩০) বর্ণনা করেছেন]

‘কুরআন পাঠে শ্রেষ্ট’ বলতে সুন্দরভাবে পাঠ করা ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনের হাফযে উদ্দেশ্য। এর পক্ষে প্রমাণ হল আমার ইবনে সালামার হাদীস। তিনি বলেন: “... আমি সবে বাণী (অর্থাতঃ কুরআন) মুখস্থ করতাম যেনে সটে আমার হৃদয়ে গঁথে থাকত। ... যখন মক্কা বজিয়াভিধান সংঘটিত হল তখন সব গোত্র তাড়াহুড়ো করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আমার বাবা আমাদরে গোত্রেরে আগাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণেরে পর এসে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি সত্য নবীর কাছ থেকে তোমাদরে কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এবং অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায পড়বে। যখন নামাযের সময় হবে তোমাদরে একজন আযান দবি, আর তোমাদরে মাঝে যে কুরআন বেশি জানে সে নামাযে ইমামত করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজল। কিন্তু আমার চয়ে বেশি কুরআন জানা একজনকও পাওয়া গলে না। কারণ আমি মুসাফরি লোকদরে থেকে কুরআন শখিতাম। কাজাই সবাই আমাকে তাদরে সামনে এগিয়ে দলি। তখন আমি ছয় বা সাত বছরেরে বালক।”[বুখারী: (৪০৫১)]

আমরা বলছি: নামাযের বধি-বিধান অবশ্যই তার জানা থাকতে হবে; যহেতে নামাযে আকস্মিকি কছি ঘটতে পারে; যমেন— তার ওয়ু ভঙেগে যাওয়া বা রাকাতে কমতি হওয়া। তখন সে যথাযথ পদক্ষেপে নতিে পারবে না। ফলে নজিে ভুল করবে এবং অন্যদরে



নামাযে ঘাটত কিরাব কথিবা নামাযকে বাতলি করাব।

পূর্ববোক্ত হাদীসটা দিয়ে কিছু আলমে দলীল দয়িছেনে য়ে অধকি ফকিহী জ্ঐগনধারী ব্যক্তি প্রাধান্য পাবনে।

নববী বলনে:

মালকে, শাফয়ী ও ঐহ দুজনরে অনুসারীরা বলনে: অধকি ফকিহী জ্ঐগনধারী ব্যক্তি কুরআন পাঠে শ্রষ্ঠ ব্যক্তির উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ যতটুকু পাঠ করা তার প্রয়ডোজন হব সটো নরিধারতি। কনিতু কতটুকু ফকিহী জ্ঐগন প্রয়ডোজন হব সটো অনরিধারতি। নামাযে ঐমন অবস্থা তরৈহিত পারে যখনে কবেল ফকিহী জ্ঐগনে পরপূরণ ব্যক্তিহি সঠকি বিষয়টা রক্শা করতে পারবে। ঐ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকুে অন্যদরে উপর প্রাধান্য দয়িছেলিনে। যদও তনিকুরআন পাঠে শ্রষ্ঠ হসিবে অন্যদরে কথা উল্লেখ করছেলিনে।

ঐ মতাবলম্বীগণ পূর্ববোক্ত হাদীসরে জবাবে বলছেনে য়ে সাহাবীদরে মাঝে যারা পড়ার দকি থেকে ঐগয়িছেলি তারা ফকিহী জ্ঐগনেও সবচেয়ে বজ্ঐঃ ছিলনে।

কনিতু “যদ সবাই কুরআন পাঠে সমপর্যায়রে হয় তাহলে য়ে ব্যক্তি সুন্নাহ সমপরকুে অধকি জ্ঐগনী স ঐমামত কিরবে” ঐহ কথা প্রমাণ করে য়ে, পাঠে অগ্রসর ব্যক্তি নিঃশ্রুতভাবে প্রাধান্য পাবে।[শরহু মুসলমি (৫/১৭৭)]

নববী যদও হাদীস দিয়ে দলীল দেওয়ার ক্ষত্রে স্বেয় (মাযহাবরে) ঐমাম শাফয়ীর বপিরীতে গয়িছেনে কনিতু তাদরে কথা ববিচেনা করার মত ছিল। কারণ সাহাবীদরে মাঝে ঐমন কটে ছিল না য়ে ভালো কুরআন পড়তে পারে কনিতু শরয়ী বধি-বধিনারে ব্যাপারে ঐকবোর ঐজ্ঐঃ; য়ে অবস্থাটি বর্তমান যামানায় ঐমাদরে অনকেরে মাঝে বদিযমান।

ঐবনে কুদামা বলনে: “যদ ঐমন হয় য়ে, দুই ব্যক্তির মধ্য ঐকজন নামাযরে বধি-বধিনে বজ্ঐঃ হয়, অন্যজন নামায ছাড়া অন্যান্য বধি-বধিনে বজ্ঐঃ হয়; তাহলে নামাযরে বধি-বধিনে বজ্ঐঃ ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে।”[আল-মুগনী (২/১৯)]

ফতয়ীয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির মত: “...ঐটা জানার পর বলতে হব: ঐজ্ঐঃ ব্যক্তির ঐমামত কবেল তার মত ব্যক্তির ক্ষত্রেই শুদ্ধ হব; যদ ঐমামত কিরার উপযুক্ত অন্য কটে না থাকে।”[ফাতাওয়া ইসলাময়ীয়া: (১/২৬৪)]।

দুই:

ঐমরা প্রশ্নরে মরমারখ বুঝতে পারনি। শুধু ‘ইল্লাল্লাহ’ তে কোনে যকিরি নয়। ঐভাবে বচ্ছিনিনভাবে শরীয়তরে কোনে যকিরি ঐটা ঐসনে। বরং অন্য কথা সাথে ঐসছে। যমেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



বা অন্যান্য আরও অনেকে যকিরিৰে সাথৰে এটা এসছে।

আল্লাহই সৰ্বজ্ঞ।